দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু হউক

রাজধানীতে তিন দিনব্যাপী ডিসি সম্মেলন শেষ হইয়া গেল গত বৃহস্পতিবার। ইহার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকগণ মাঠ প্রশাসনে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলিয়া ধরেন অকপটে। যুক্ত আলাপ-আলোচনার পর সচিবালয়ে পৃথক অধিবেশনে বিভিন্ন মন্ত্রীর সঙ্গেও জেলা প্রশাসকরা বৈঠক করেন। এখানেও নানা সমস্যার কথা উঠিয়া আসে। তন্মধ্যে সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তাহা এখানে আলোচনার দাবি রাখে। ডিসিরা স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ ত্রুটিমুক্ত হইতেছে না। তাহারা প্রভাবশালী মহলের নানা অযাচিত হস্তক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন। শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারে আমরা নানা কথা বলিয়া আসিতেছি বহু দিন ধরিয়া। আসলে অমেধাবী ও অযোগ্যরা ক্রমান্বয়ে শিক্ষকতার ন্যায় মহান পেশায় অনুপ্রবেশের কারণে শিক্ষার মান আমরা ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

আমাদের দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে সরকার সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিয়া থাকে। এইসব পরীক্ষা ও শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়া তেমন কোনো অভিযোগ নাই। তবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের যেন অন্ত নাই। এইসব প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের নিমিত্তে সরকার নিবন্ধন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে বটে। কিন্তু দেখা যায়, নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করিবার পরও অনেকের চাকুরি হয় না। আবার নিবন্ধিত শিক্ষকদের প্যানেল হইতে শিক্ষক নিয়োগেও অনিয়ম হয়। এই কারণে প্রার্থীদের মনে হতাশা ভর করা অস্বাভাবিক নহে। এইজন্য তাহারা এমন ব্যবস্থা চান যাহাতে বিশেষ পরীক্ষায় পাস করিয়া তাহাদের আর বসিয়া থাকিতে না হয়। বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ দেন ম্যানেজিং কমিটি। এই কমিটি স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হন যে, তাহারা বেশিরভাগ সময় দুর্নীতির আশ্রয় নেন এবং অবৈধ অর্থের বিনিময়ে কম যোগ্য ও অমেধাবীদের শেষ পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ দেন। ইহা নিয়া স্থানীয় পর্যায়ে অনেক সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলিয়া থাকে মাসের পর মাস। বলাবাহুল্য, ইহাতে শিক্ষার্থীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশ বা উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিতেছি। এইজন্য দরকার জনসম্পদের ব্যাপক উন্নয়ন এবং কর্মমুখী ও জনকল্যাণমূলক শিক্ষার বিকাশ সাধন। তাই সর্বাগ্রে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া হইতে হইবে স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও জবাবদিহিমূলক। ডিসি সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক নিয়োগে পিএসসির আদলে আলাদা কমিশন গঠনের প্রসঙ্গ আবারও উত্থাপন করেন। এই ব্যাপারে ইতোপূর্বে আমরা একাধিক সম্পাদকীয়তে তাগাদা প্রদান করিয়াছি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আসল কাজটি এখনও হয় নাই। আমরা আশা করি, পৃথক পিএসসি (শিক্ষা) গঠন প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে গতিশীল হইবে। আমরা চাই সত্যিকারের মেধাবী, যোগ্য, দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিরাই এই পেশায় আসুন। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। অতএব, সেই কারিগরদের বাছাইয়ে কোনো আপস চলে না।